রবের দুয়ারে প্রত্যাবর্তন

হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলি থানভি রহ.

সংকলন ও অনুবাদ
মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

গুনাহের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও ভয়াবহতা ১৭
গুনাহের পরিচয় ১৭
কোনো গুনাহকে ছোট বা তুচ্ছ মনে করা যাবে না ১৭
গুনাহকে কখনো অভ্যাসে পরিণত করবেন না ১৮
আমরা তো সর্বদাই গুনাহ করি ২০
যে কারণে হক বা অধিকার অবধারিত হয় ২১
গুনাহের বৈশিষ্ট্য ২৩
গুনাহের ইচ্ছা ২৪
গুনাহ এক আধ্যাত্মিক রোগ ২৪
গুনাহ মানুষের বৈশিষ্ট্য ২৫
গুনাহের কুমন্ত্রণা কোত্থেকে হচ্ছে তা বোঝার উপায় ২৫
গুনাহ যেভাবে সংঘটিত হয় ২৬
শয়তান মন্ত্রীর মতো ২৭
গুনাহের ব্যাপারে যে ধারণা রাখবেন না ২৯
গুনাহের হেকমত (যুক্তি) বর্ণনা করা কখনো কখনো আপনাকে কুফরির কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে ২৯
গুনাহ : কল্যাণের মুখোশে ধোঁকা ২৯
গুনাহ করে নিই, পরে তওবা করব—এমন ভাবনার বিপদ ৩১
গুনাহে কল্যাণ থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয় ৩২
গুনাহ করার কাশফ হলে করণীয় ৩৩
পাপকে ঘৃণা করুন পাপীকে নয় ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

গুনাহের প্রকারভেদ ৩৬
গুনাহের প্রকার ৩৬
আল্লাহর হকের প্রকারভেদ ৩৭
বান্দার হকের প্রকারভেদ ৩৮
সময়ের বিবেচনায় গুনাহের প্রকার ৩৯
দৃশ্য ও অদৃশ্য বিবেচনায় গুনাহের প্রকার ৪০
দৃশ্যমান কিছু গুনাহ ৪০
চোখের গুনাহ ৪০
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় ৪১
দৃষ্টি সংযত রাখার উপকারিতা ৪১
দৃষ্টি সংযত রাখা ও পর্দার সম্পর্ক ৪২
মুখের গুনাহ ৪৩
বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুনাহ ৪৩
অদৃশ্য গুনাহ ৪৪
অহংকার ৪৫
অহংকারের প্রকারভেদ ৪৬
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ৪৭
অহংকার দূর করার উপায় ৪৭
অহংকার থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা ৪৯
অহংকারের কারণে যেসব গুনাহের জন্ম হয় ৫০
অহংকার নির্ণয়ের উপায় ৫১
নিজের দোষ ও গুনাহের প্রতি দৃষ্টি রাখা ৫১
গীবত : এক ভয়াবহ অভ্যাস ৫১
গীবত করার অভ্যাস থাকলে করণীয় ৫১
অন্যরা আপনার গীবত বা সমালোচনা করলে করণীয় ৫২
রাগ ৫২
হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ ৫২
জুলুম ৫২
গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখা ৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

গুনাহের ক্ষতি ৫৪
কুরআনুল কারিমে গুনাহের যে পরিণতির কথা উল্লেখ হয়েছে ৫৪
হাদিসের আলোকে গুনাহের ইহকালীন ক্ষতি ৫৫
গুনাহের ইহকালীন কিছু ক্ষতি ৫৭
গুনাহের কারণে ঈমানের নুর চলে যায় ৬৬
গুনাহের কারণে রিজিক কমে যায় ৬৭
গুনাহের কারণে আমলের বরকত নষ্ট হয়ে যায় ৬৮
নুর নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রমাণ ৬৯
গুনাহের কারণে বিভিন্ন ভয়াবহ রোগব্যাধি দেখা দেয় ৭০
গুনাহের কারণে বিপদাপদ আসে ৭২
গুনাহের কারণে মানসিক প্রশান্তি হারিয়ে যায় ৭২
গুনাহ কখনোই আনন্দদায়ক হতে পারে না ৭৩
গুনাহ আপনার আত্মাকে আহত ও ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে ৭৫
গুনাহ অন্যের অন্তরকেও ক্ষতবিক্ষত করে দেয় ৭৬
গুনাহ সামাজিক একতা ও অগ্রগতি বিনষ্ট করে দেয় ৭৬
সকল অশান্তির মূল—গুনাহ ৭৭
গুনাহ বিপদাপদ ডেকে আনে ৭৮
আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও সৎকর্মশীলরাও কেন আক্রান্ত হন? ৮২
শিশুদের ওপর বিপদাপদ কেন আসে? ৮৪
যা গুনাহ নয়, তা কি ঢালাওভাবে করা যায়? ৮৪

চতুর্থ অধ্যায়

গুনাহ এবং পরকালীন শাস্তির মধ্যকার সম্পর্ক ৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের জাগতিক উপকারিতা ৯৪
রিজিক বৃদ্ধি পায় ৯৪
বরকতের দরজা খুলে যায় ৯৪
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হয়ে যায় ৯৫
জীবন হয় আনন্দময় ও সুখকর ৯৫
প্রাকৃতিক আনুকূল্য লাভ হয় ৯৬

বিপদ-মুসিবত দূর হয়, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ হয় ৯৬
আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয়ে যায় ৯৮
সদকা ও জাকাতের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ৯৮
মানসিক প্রশান্তি লাভ হয় ৯৮
বংশধররাও সুফল ভোগ করে ৯৯
আল্লাহর আনুগত্যের ফলে বিভিন্ন সুসংবাদ লাভ হয় ১০০
মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পায় ১০০
কিছু নেক আমলের মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণে সাহায্য পাওয়া যায় ১০১
কিছু নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেই বান্দার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১০১
সততা ও সত্যবাদিতার মাধ্যমে ব্যবসায় বরকত হয় ১০২
দান-সদকা আল্লাহর রাগ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে ১০২
দোয়ার দ্বারা বিপদ কেটে যায়, নেক আমলে আয়ু বৃদ্ধি হয় ১০২
সুরা ইয়াসিন পাঠের মাধ্যমে সকল প্রয়োজন পূরণ হয় ১০৩
কিছু দোয়া বিপদ ও অসুস্থতা থেকে নিরাপদ রাখে ১০৩
কিছু দোয়া দুশ্চিন্তা দূর করে এবং ঋণ পরিশোধে সহায়তা করে ১০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

তওবা ১০৪
তওবা কী? ১০৪
তওবা ইচ্ছাধীন না হলে তা করার আদেশ কেন? ১০৫
তওবা : আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ১০৬
আল্লাহর অপার এক অনুগ্রহ ১০৭
তওবার শ্রেষ্ঠত্ব ১০৮
তওবার গ্রহণযোগ্যতা ১০৮
তওবার গুরুত্ব ১১১
তওবার মাহাত্ম্য বিষয়ে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১১২
তওবার উপকারিতা ১১৪
মানসিক প্রশান্তি ১১৪
ইবাদতের স্বাদ ১১৫
সহজ মৃত্যু ১১৫
ইস্তেগফারের উপকারিতা ১১৬

তওবার প্রকারভেদ ১২০
    বান্দার হক থেকে তওবা ১২২
তওবার পদ্ধতি ১২৪
    তওবার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি ১২৪
    ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অন্তর্দৃষ্টির এক নিদর্শন ১২৪
    গুনাহ্ বা পাপের প্রকারভেদ ১২৫
    বান্দার ভিন্ন ধরনের হক ১২৬
    গীবত বা মানহানির ক্ষেত্রে করণীয় ১২৬
    যার গীবত করেছেন তিনি মারা গেলে করণীয় ১২৭
    একটি দুঃখজনক বাস্তবতা ১২৭
    সারা জীবনের হারাম উপার্জন থেকে তওবা করবেন কীভাবে? ১২৭
    ধর্মীয়ভাবে ক্ষতি করাও বান্দার হক নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত ১২৮
    ধর্মীয় ক্ষতি কেন আরও মারাত্মক? ১২৯
    তওবা কবুল হওয়ার আলামত ১৩০
    তওবা আমাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে যে কারণে ১৩০
    ছুটে যাওয়া ইবাদতের ক্ষেত্রে নিছক তওবা কেন যথেষ্ট নয়? ১৩১
    তওবার জন্য অবসর সময়ের মূল্যায়ন ১৩২
তওবার প্রতিবন্ধক হয় যেসব বিষয় ১৩৩
    প্রথম প্রতিবন্ধকতা : গুনাহের ইলম না থাকা ১৩৩
    দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা : গুনাহকে সাধারণ বিষয় মনে করা ১৩৩
    তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা : তওবার ব্যাপারে নিরাশা ১৩৪
    চতুর্থ প্রতিবন্ধকতা : পুনরায় গুনাহ্ হয়ে যেতে পারে তবুও কেন তওবা করব? ১৩৫
    পঞ্চম প্রতিবন্ধকতা : আল্লাহ তো ক্ষমাশীল দয়ালু, তিনি তো ক্ষমা করে দেবেন ১৩৭
    ষষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা : তাকদিরে যখন গুনাহ্ লেখা রয়েছে, তখন তওবা করে কী লাভ? ১৩৮
    সপ্তম প্রতিবন্ধকতা : হারাম উপার্জন ১৩৯
    অষ্টম প্রতিবন্ধকতা : গুনাহের আনন্দ ১৩৯
তওবার ওপর অটল থাকার উপায় ১৪১
    গুনাহ্ মাফ চাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একটি সূক্ষ্ম ত্রুটি ১৪১

গুনাহকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করা এক ধরনের অহংকার ১৪৬
নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করার কারণ ১৪৭
এ ধরনের চিন্তা আত্মগরিমার পরিচয় বহন করে ১৪৭
মানুষ আরও বেশি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় ১৪৮
এমন অবস্থায় কীভাবে তওবা করবেন? ১৪৯
যেসব গুনাহ পরিহার না করলে আমল কবুল হয় না ১৫১
যে গুনাহ এখনই ছাড়ার প্রয়োজন নেই ১৫২

সপ্তম অধ্যায়

যেভাবে আল্লাহ ও পরকালকে স্মরণ করবেন ১৫৩
প্রথম পদ্ধতি : একটি সময় নির্ধারণ করে নেওয়া ১৫৩
দ্বিতীয় পদ্ধতি : অধিক পরিমাণে ধ্যান করা ১৫৩
তৃতীয় পদ্ধতি : ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছেন এই অনুভূতি জাগ্রত রাখা ১৫৪
চতুর্থ পদ্ধতি : সৃষ্টিকুল গুনাহের সাক্ষী হবার কথা চিন্তা করা ১৫৫
পঞ্চম পদ্ধতি : একদিন গুনাহের কথা ঘোষণা করা হবে এ কথা চিন্তা করা ১৫৫
ষষ্ঠ পদ্ধতি : পরকালের কথা চিন্তা করা ১৫৬
সপ্তম পদ্ধতি : মৃত্যুর ধ্যান করা ১৫৬
অষ্টম পদ্ধতি : সৎ লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা ১৫৭
গুনাহ পরিত্যাগ করতে হলে সর্বপ্রথম যে অভ্যাস ছাড়তে হবে ১৫৭
গুনাহ মানব স্বভাব-পরিপন্থি বিষয় ১৫৯
অলসতা আপনার দুনিয়ার জীবনকে ধ্বংস করে দেবে ১৬০
গুনাহগারদের শ্রেণি অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সম্বোধন ১৬২
গুনাহের অভ্যাস যেভাবে ছাড়বেন ১৬৩
গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় ১৬৪
আগে গুনাহ ছাড়ুন, পরে আমল করুন ১৬৭
গুনাহ ছাড়তে না পারলে কি তওবা করা যাবে না? ১৬৯
গুনাহ ছাড়ার যোগ্যতা ১৭১
গুনাহকে পুণ্য দ্বারা বদলে দেওয়ার ব্যাখ্যা ১৭২
আমার নিবেদন ১৭৩

প্রথম অধ্যায়

গুনাহের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও ভয়াবহতা

গুনাহের পরিচয়

আমাদের অবস্থা হলো, কোনটা গুনাহ আর কোনটা গুনাহ নয়—আমরা সেটাই জানি না। যখন কোনো আলেম আমাদেরকে গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। ভাবি, এটা কীভাবে গুনাহ হতে পারে? তাই আমাদেরকে গুনাহের পরিচয় জানতে হবে। মূলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে কিংবা বলতে নিষেধ করেছেন—সেটাই গুনাহ।[১]

কোনো গুনাহকে ছোট বা তুচ্ছ মনে করা যাবে না

গুনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতা যে ধরনেরই হোক, তা অবশ্যই ভয়াবহ ও মারাত্মক। আলেমগণ গুনাহকে সাধারণত সগিরা (ছোট) ও কবিরা (বড়)—এই দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। তবে এই শ্রেণিবিভাজন তুলনামূলক বা আপেক্ষিক একটি বিষয়; বাস্তবে প্রতিটি গুনাহই গুরুতর এবং কোনো গুনাহকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

কবিরা গুনাহের তুলনায় কোনো গুনাহ যদি সগিরা হয়, তাহলে সেটার অবস্থা অনেকটা আকাশ ও আরশের মতো। আরশের তুলনায় আকাশ ছোট হলেও পৃথিবীর তুলনায় তা বহুগুণে বড়। অনুরূপভাবে, গুনাহ যতই ‘ছোট’ বলে মনে হোক, বাস্তবে তা ভয়াবহ।

---

[১] খুতুবাতে হাকিমুল উম্মাত : ১৬/১৪৫, ১৪৯

যেমন : নাপাকি বা ময়লা—সেটা যত সামান্যই হোক, নাপাকি হিসেবে তা অবশ্যই ঘৃণিত।

আদতে কেউ যত বড় ও মহান হন, তার অবাধ্যতা তত বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। তেমনিভাবে কারো দয়া ও অনুগ্রহ যত বেশি হয়, তার অবাধ্যতা তত মারাত্মক বলে গণ্য হয়। আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার যে অনুগ্রহ রয়েছে, তা তুলনাহীন ও অপরিসীম। তাই তার অবাধ্যতাও সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

গুনাহকে তুলনা করা যেতে পারে আগুনের জ্বলন্ত কয়লার সাথে। কয়লা ছোট হোক বা বড়—সেটা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তেমনিভাবে গুনাহ বড় হোক বা ছোট, আমল ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তা যথেষ্ট। অথচ আজকাল আমাদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা গুনাহ করার আগে ভাবি—এটা সগিরা গুনাহ নাকি কবিরা গুনাহ? যেন ব্যাপারটা এমন, কবিরা হলে করব না, আর সগিরা হলে কোনো সমস্যা নেই! অথচ যদি বলা হয়, 'আপনার বিছানায় বড় কয়লা রাখব না, কেবল ছোট্ট একটি জ্বলন্ত কয়লার টুকরো রাখব'—আপনি কি রাজি হবেন? যদি এক্ষেত্রে রাজি না হন, তাহলে কীভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার প্রশ্নে 'ছোট' গুনাহ করতে আপনি রাজি হয়ে যাচ্ছেন?

মানুষ সাধারণত শুরুতে সগিরা গুনাহ করে। কবিরা না হওয়ায় সে তা নিয়মিত করতে থাকে। অথচ এভাবে নিয়মিত করার মাধ্যমে ওই সগিরা গুনাহটি কবিরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ ওই গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তা তার কাছে তুচ্ছ ও সাধারণ মনে হতে শুরু করে। অথচ গুনাহকে তুচ্ছ ভাবা একটি কুফরি মনোভাব।[২]

গুনাহকে কখনো অভ্যাসে পরিণত করবেন না

অনেকেই এমন চিন্তা থেকে গুনাহ করে—'পরে তো তওবা করে ফেলব।' এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। গুনাহ যদি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে তা থেকে তওবা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা যে কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়নি এবং যাতে আনন্দ বা আসক্তি সৃষ্টি হয়নি, তা থেকে ফিরে আসা তুলনামূলকভাবে সহজ। আর যা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, প্রবৃত্তি যাতে আনন্দ পেয়ে বসেছে, তা থেকে ফিরে আসা কঠিন। তেমনিভাবে কোনো গুনাহ দীর্ঘদিন ধরে করতে করতে যখন অভ্যাসে

২ খুতুবাতে হাকিমুল উম্মাত : ২০/১৭–১৮

পরিণত হয়ে যায়, তখন তা হৃদয়ের গভীরে জায়গা করে নেয়। ফলে তা থেকে তওবা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বহু মানুষ অনায়াসে নিচের গুনাহগুলো করে যাচ্ছে :

১. অন্যের ওপর জুলুম করা।
২. পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা।
৩. ওজনে কম দেওয়া।
৪. পণ্যে ভেজাল মেশানো।
৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি।

অথচ উপরিউক্ত সবগুলো গুনাহই কবিরা গুনাহ। কিন্তু তারা এগুলোর ভয়াবহতা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়! আবার এরাই মদপানকে খুব মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচনা করে এবং সেটা থেকে দূরে থাকে।

প্রশ্ন হলো, কেন তারা মদপানকে ভয়াবহ মনে করে, আর এসব গুনাহকে হালকা মনে করে? এর উত্তর একটাই। তা হলো, অভ্যাস।

সমাজে এসব গুনাহ এত বেশি প্রচলিত এবং সাধারণ হয়ে গেছে যে, এখন এগুলোকে 'নরমাল' বা অতি সাধারণ কিছু মনে করা হয়।

দীর্ঘদিন যাবৎ বারবার করার ফলে এসব মারাত্মক গুনাহ তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। ফলে তারা এসব গুনাহ থেকে তওবা করতে পারে না। আদতে তারা তওবা করবে দূরের কথা, এসব ছাড়তেই চায় না। এমনকি অনেকে তো মনে করে, এসব ছেড়ে দেওয়াটা তাদের ব্যক্তিত্ব, আধিপত্য বা ভদ্রতার (!) পরিপন্থি।

অথচ হাদিসে এসেছে, এক সাহাবি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈমান কী?' তিনি উত্তরে বলেন,

إذا سَرَّتكَ حسَنتُكَ، وساءَتكَ سيِّئتُكَ؛ فأنتَ مؤمِنٌ

> যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দ দেয়, আর গুনাহ তোমাকে ব্যথিত করে—তবেই তুমি একজন প্রকৃত মুমিন।[৩]

সারকথা হলো, গুনাহ যতই ছোট হোক না কেন, তা যদি অভ্যাসে পরিণত হয়—তাহলে তা ভয়াবহ রূপ নেয় এবং তওবার দরজা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই গুনাহকে

[৩] মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

গুনাহের প্রকারভেদ

গুনাহের প্রকার

গুনাহ্ বা পাপ প্রধানত দুই প্রকার :[২৯]

১. আল্লাহর হক-সংক্রান্ত গুনাহ।

২. বান্দার হক-সংক্রান্ত গুনাহ।

---

[২৯] থানভি রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে দুনিয়ার প্রচলিত আইন-কানুন অনুযায়ী আচরণ করেননি; বরং যেসব বিষয় গুনাহ ও অপরাধ, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি এক অপার দয়া ও করুণা। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর আইনে তার কোনো স্বার্থ বা ব্যক্তিগত কল্যাণ জড়িত নেই। এর বিপরীতে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের আইন-কানুন প্রণয়ন করে মূলত নিজেদের স্বার্থকে কেন্দ্র করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তার সবটাই আমাদের নিজেদের জন্য উপকারী। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলা যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা করা আমাদের জন্যই ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর। উদাহরণত : কুদৃষ্টি, পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মগরিমা ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। এর সবই আমাদের জন্য ক্ষতিকর।

আল্লাহ তাআলার আইনে কোনো স্বার্থ নিহিত না থাকায় সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কাজের আদেশ এবং সব ধরনের অকল্যাণ ও অপকারিতা থেকে নিষেধাজ্ঞা তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো গুনাহ বা অপরাধ নেই, যা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেননি। সুতরাং আল্লাহর আইন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আমরা যদি এর আলোকে জীবন পরিচালনা করি, তবে দুনিয়া থেকে সকল প্রকার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে যাবে এবং একটি শান্তিময় ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে উঠবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

‘দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না, তাকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।’ (সুরা আরাফ : ৫৬; খুতুবাতে হাকিমুল উম্মাত : ২০/২৫৪)

এই দুই প্রকার গুনাহ মাফ করানোর পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন :

ক. আল্লাহর হক-সংক্রান্ত গুনাহ

আল্লাহর হক-সংক্রান্ত গুনাহ একমাত্র খাঁটি তওবার মাধ্যমে মাফ হতে পারে। (তওবার বিস্তারিত পদ্ধতি পরে আলোচনা করা হবে।)

খ. বান্দার হক-সংক্রান্ত গুনাহ

বান্দার হক-সংক্রান্ত গুনাহ কেবল আল্লাহর নিকট তওবা করলেই মাফ হবে না; বরং হকদার বান্দার কাছ থেকে সরাসরি ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

উদাহরণত, যদি কারো আর্থিক হক (টাকা-পয়সা বা সম্পদের অধিকার) নষ্ট করা হয়, তাহলে তা তাকে পরিশোধ করে দিতে হবে। যদি কোনো কারণে তা পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরের অবস্থা দেখবেন। যদি সত্যিই ইচ্ছা ও সংকল্প থাকে হক আদায় করার, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফ পাওয়ার আশা করা যায়।

কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি রহ. বলেন, 'মুমিনদের পারস্পরিক হক মাফের একটি পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা স্থির করেছেন। কেয়ামতের দিন হকদার ব্যক্তিকে জান্নাতের বড় বড় অট্টালিকা দেখানো হবে এবং বলা হবে—যদি তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও, তবে এই অট্টালিকা তোমার হবে।'[৩০]

তবে মনে রাখতে হবে, কেবল হকদার বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেই যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে আল্লাহর কাছেও তওবা করতে হবে। কারণ, যখন কোনো বান্দার হক নষ্ট করা হয়, তখন শুধু মানুষের ক্ষতিই হয় না; সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করার পাপও সংঘটিত হয়। এজন্য বান্দার হক আদায় করার পাশাপাশি আল্লাহর নিকট তওবা করাও আবশ্যক।[৩১]

আল্লাহর হকের প্রকারভেদ

আল্লাহর হক প্রধানত দুই প্রকার :

১. বর্জনীয় পর্যায়ের হক

২. পালনীয় পর্যায়ের হক

---

[৩০] খুতুবাতে হাকিমুল উম্মাত : ১৬/২৩৮-২৩৯

[৩১] আল-কালামুল হাসান, পৃষ্ঠা : ৩৮৫; মালফুজাতে হাকিমুল উম্মাত : ২৬/৩৮৫

তৃতীয় অধ্যায়

গুনাহের ক্ষতি

গুনাহ শুধু আখেরাতে নয়, ইহকালেও বহু ক্ষতি ও বিপদ ডেকে আনে। এসব ইহকালীন ক্ষতির প্রমাণ কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে কিছু আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে—গুনাহের কারণে ইহকালে শাস্তি আসে কি না।

কুরআনুল কারিমে গুনাহের যে পরিণতির কথা উল্লেখ হয়েছে

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বহু জাতির ওপর ইহকালীন শাস্তি নেমে এসেছে, শুধুমাত্র তাদের গুনাহের কারণে। যেমন :

১. ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তার রহমত থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয়েছে।

২. নুহ আ.-এর জাতি গুনাহের কারণে মহাপ্লাবনে ডুবে গেছে।

৩. আদ জাতি প্রবল তুফানে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৪. সামুদ জাতিকে বিকট শব্দের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে।

৫. লুত আ.-এর জাতিকে আকাশে তুলে পৃথিবীতে উলটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

৬. ফেরাউনের জাতিকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করা হয়েছে।

৭. কারুনকে তার ধনভান্ডারসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৮. গুনাহের কারণে বনি ইসরাইল এক দুর্ধর্ষ জাতির হাতে আক্রান্ত হয়। যারা তাদের একাংশকে বন্দি করে, বাকিদের হত্যা করে এবং তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়।

এই ঘটনাগুলোর সারসংক্ষেপ আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।[৬৯]

হাদিসের আলোকে গুনাহের ইহকালীন ক্ষতি

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমরা দশজন সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وَقَعَتْ فِيكُمْ خَمْسٌ؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ فِيكُمْ أَوْ تُدْرِكُوهَا: مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ يُعْمَلُ بِهَا فِيهِمْ عَلَانِيَةً، إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ. وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، فَاسْتَنْقَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

তোমাদের মধ্যে যখন পাঁচটি বিষয় সংঘটিত হবে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যেন তোমাদের মধ্যে তা সংঘটিত না হয় বা তোমরা তা না দেখো।

এরপর নবীজি বলেন,

১. যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারি এবং এমন সব ব্যাধির আগমন ঘটে—যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

২. যখন কোনো জাতি জাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি নেমে আসা বন্ধ হয়ে যায়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও প্রাণী না থাকত, তাহলে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হতো না।

---

[৬৯] সুরা আনকাবুত : ৪০

৩. যখন মানুষ পরিমাপে কম দেয়, তখন তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ, কঠিন মুসিবত এবং শাসকদের জুলুম-অত্যাচার নেমে আসে।

৪. যখন শাসকরা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তখন আল্লাহ তাদের ওপর তাদের শত্রুদেরকে ক্ষমতাবান করে দেন, যারা তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

৫. যখন কোনো জাতি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ পরিত্যাগ করে, তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত সৃষ্টি করে দেন।[৭০]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, গুনাহের শাস্তি কেবল আখেরাতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়াতেও তা নানা বিপর্যয় ও ক্ষতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাই আমাদের উচিত হবে গুনাহ থেকে বাঁচা, আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং তার রহমতের আশ্রয় নেওয়া।

ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজরত আয়েশা রা.-কে ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, 'যখন মানুষ বৈধ কাজের মতো নির্লজ্জভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মদ পান করে এবং গানবাজনায় মেতে উঠে—তখন আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হন। তিনি জমিনকে আদেশ দেন, আর তখনই তা কেঁপে ওঠে।'

হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. তার গভর্নরদের উদ্দেশ্যে এক ফরমান পাঠিয়ে বলেন, 'হামদ-সালাতের পর আমার বক্তব্য হলো, এই ভূমিকম্প আল্লাহর শাস্তির নিদর্শন। আপনারা অমুক মাসের অমুক তারিখে সবাই উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হোন, আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করুন এবং যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী দান-সদকা করুন।'

মালেক বিন দিনার রহ. বলেন, আমি দর্শনের অনেক বইপত্রে পড়েছি, তাতে আল্লাহ তাআলার বাণী পাওয়া যায়—

أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ.

[৭০] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

তওবা

তওবা কী?

তওবা হলো—আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা, তার দরবারে ফিরে আসা। এটাই তওবার প্রকৃত রূপ। শুধু মুখে 'আমি তওবা করলাম, তওবা করলাম' বলা যথেষ্ট নয়। একে প্রকৃত তওবা বলা যায় না।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো।[১৫২]

তওবার মূল হলো—গুনাহের কারণে অন্তরে গভীর লজ্জা ও অনুশোচনা অনুভব করা এবং নিজের অপরাধ স্মরণ করে কষ্ট ও ব্যথায় আক্রান্ত হওয়া। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, এই অনুশোচনা ও লজ্জা মানুষ ইচ্ছামতো জাগিয়ে তুলতে পারে।

এ থেকে বুঝা যায়, কেউ চাইলেই তওবা করে ফেলতে পারে না। তওবা ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধার মতো নয়। এমন নয় যে, হাত কেটে গেল আর ব্যান্ডেজ নিয়ে সাথে সাথে ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিলাম। গুনাহের পর 'তাৎক্ষণিক তওবা' এমন সহজ নয়।

তওবা তখনই সত্যিকার অর্থে হয়—যখন গুনাহের কারণে লজ্জা, অনুশোচনা এবং ব্যথা অন্তরে গভীরভাবে অনুভূত হয়। সেই অনুভূতি থেকে আত্মা কেঁপে ওঠে, চোখ

[১৫২] সুরা তাহরিম : ৮

দিয়ে পানি ঝরে আর হৃদয় আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এই লজ্জাবনত অবস্থাই প্রকৃত তওবা।[১৫৩]

তওবা ইচ্ছাধীন না হলে তা করার আদেশ কেন?

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—যদি তওবা করা মানুষের ইচ্ছাধীন না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা কেন তওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন? তাহলে কি তিনি আমাদের এমন কিছু করার আদেশ দিয়েছেন, যা আমাদের সাধ্যাতীত? অথচ কুরআনুল কারিমে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।[১৫৪]

এই প্রশ্নের উত্তর হলো—সাধ্যের মধ্যে থাকা বিষয়গুলো দুই প্রকার :

এক. যেগুলো সরাসরি এবং পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে।
দুই. যেগুলো সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে না হলেও তা অর্জনের উপায় ও মাধ্যম আমাদের নিয়ন্ত্রণে।

তওবা হলো দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তওবার অন্তর্নিহিত অনুশোচনা ও অনুতাপ মুহূর্তেই সৃষ্টি করা আমাদের হাতে নেই, তবে যেসব উপকরণের মাধ্যমে তা অন্তরে জাগ্রত হয়—সেই উপকরণগুলো আমাদের সাধ্যের মধ্যে। তাই তওবার নির্দেশ কোনোভাবেই অসাধ্য নয়।

তওবার সেই উপকরণগুলো অর্জনের উপায় হলো :
১. আল্লাহর শাস্তির ভয় অন্তরে জাগ্রত করা।
২. কেয়ামত দিবস এবং পরকালের জবাবদিহির কথা চিন্তা করা।
৩. আল্লাহর মহত্ত্ব, ক্ষমতা ও গৌরব স্মরণ করা।

এ কাজগুলো আমাদের সবার সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে। যেকেউ চাইলেই কাজগুলো করতে পারে। এগুলোর মাধ্যমেই অন্তরে তওবার অনুভূতি জাগ্রত হয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

[১৫৩] খুতুবাতে হাকিমুল উম্মাত : ১৬/১৪১
[১৫৪] সুরা বাকারা : ২৮৬

সপ্তম অধ্যায়

যেভাবে আল্লাহ ও পরকালকে স্মরণ করবেন

প্রথম পদ্ধতি : একটি সময় নির্ধারণ করে নেওয়া

একটি সময় নির্ধারণ করে নিন। ওই সময়টিতে শুধু আল্লাহ তাআলার নেয়ামত নিয়ে চিন্তা করুন। তিনি আপনাকে যেসব নেয়ামত দিয়েছেন এবং আপনি নেয়ামতের যে সাগরে ডুবে আছেন, কেবল তা নিয়ে ভাবতে থাকুন। দেখবেন কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার মধ্যে অনুশোচনার বোধ তৈরি হয়ে যাবে। তখন প্রতিনিয়ত আপনার অন্তরে দোলা দিতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তো প্রতি মুহূর্তে আমার ওপর অসংখ্য-অগণিত অনুগ্রহ করে যাচ্ছেন, এমতাবস্থায় আমি কী করে তার অবাধ্যতা করতে পারি?

দ্বিতীয় পদ্ধতি : অধিক পরিমাণে ধ্যান করা

বেশি বেশি ধ্যান করুন যে, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। আপনার প্রতিটি বিষয় তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন। কুরআনুল কারিমে এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

তবে সে কি জানে না, আল্লাহ দেখেন?[২৩৭]

আপনি বারবার এই আয়াত স্মরণ করুন। তাহলে একসময় গুনাহ করতে লজ্জাবোধ তৈরি হয়ে যাবে। আপনি তখন আর নিঃসংকোচে গুনাহ করতে পারবেন না।[২৩৮]

---

[২৩৭] সুরা আলাক : ১৪

[২৩৮] খুতুবাতে হাকিমুল উম্মাত : ১৬/ ২৫২

তৃতীয় পদ্ধতি : ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছেন এই অনুভূতি জাগ্রত রাখা

এই পদ্ধতিতে আপনাকে ধ্যান করতে হবে, আপনার প্রতিটি কাজ ফেরেশতারা লিখে রাখছেন। যদিও আমরা জানি, আল্লাহ তাআলা সবকিছুই দেখছেন, শুনছেন এবং তিনি আমাদের অত্যন্ত নিকটবর্তী। যেমন কুরআনে এসেছে,

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

> আমি তো মানুষের গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটবর্তী।[২৩৯]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ

> আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটবর্তী; কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।[২৪০]

মানুষের সাধারণত যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়, তার সামনে লজ্জাবোধ কম হয়। যেমন : মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় সে তার সামনে সহজেই অনেক কিছু করে ফেলতে পারে—যা পিতার সামনে করতে সংকোচ বোধ হয়। তেমনি আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় এবং আল্লাহ তার নিকটবর্তী হওয়ায় সে অনেক সময় তার সামনে গুনাহ করতে দ্বিধা করে না।

এর বিপরীতে ফেরেশতাদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা নেই। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের দিয়েছেন। যাতে অন্তরে একটি তীব্র সচেতনতা ও লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

> অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা করো।[২৪১]

তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নিজে শাস্তি না দিয়ে ফেরেশতাদের দ্বারা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মধ্যে লজ্জাবোধ তৈরি করা। যেভাবে সন্তান পিতার শাস্তির তুলনায় শিক্ষকের শাস্তিতে বেশি সংশোধিত হয়।[২৪২]

---

২৩৯ সুরা ক্বাফ : ১৬

২৪০ সুরা ওয়াকিয়া : ৮৫

২৪১ সুরা ইনফিতার : ১০-১২

২৪২ খুতুবাতে হাকিমুল উম্মাত : ১৬/২৫৫